প্রথম আলো অনলাইন সংস্করণ

ঢাকা, বুধবার, ২৪ অক্টোবর ২০০৭, ৯ কার্তিক ১৪১৪, ১১ শাওয়াল ১৪২৮
বর্ষ ৯, সংখ্যা ৩৪৩, আপডেট : বাংলাদেশ রাত ২টা ১৫ মিনিট

এ সংখ্যায় থাকছে

- প্রথম পাতা
- শেষ পাতা
- সম্পাদকীয়
- খোলা কলম
- সারা দেশ
- বিশাল বাংলা
- সারা বিশ্ব
- খেলাধুলা
- বিনোদন
- পড়াশোনা
- কম্পিউটার প্রতিদিন
- অর্থ ও বাণিজ্য

ফিচার পাতা

- স্বাস্থ্যকুশল
- বন্ধুসভা

শেষ পাতা

সংবাদ শিরোনাম | আগের সংবাদ | পরের সংবাদ

পুলিশ এবং এক ইমনের গল্প

আশরাফ-উল-আলম

১৯৯৮ সালে একদিন খুব ভোরে কাউকে না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে ইমন নামের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ুয়া ছোট্ট ছেলেটি। কারণ একটাই-সংসারের নিদারুণ অভাব। বাবা হতদরিদ্র একজন কৃষক। মা-বাবা আর পাঁচ ভাই-বোনের ওই সংসারে 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়' অবস্থা। অগত্যা সংসার থেকে পালানো ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না তাঁর। কিন্তু পড়ালেখায় ছিল তাঁর প্রবল ঝোঁক। তাই বাড়ি থেকে পালিয়ে একপর্যায়ে ঢাকায় এসে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের মেসে কাজ করেও লেখাপড়া চালিয়ে যান তিনি। তাঁর সেই সংগ্রামে ফল হয়েছে। চলতি বছর ব্যবসায় শিক্ষা শাখা থেকে তিনি এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছেন।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনের প্রায় সবার কাছেই এখন ইমন পরিচিত। বিশেষ করে এবার এইচএসসিতে ভালো ফল করায় তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ লাইনে কর্মরত পুলিশ পরিদর্শক (ইন্সপেক্টর) শহীদ শোকরানা একদিন এই প্রতিবেদককে নিয়ে যান ইমনের কাছে। বেরিয়ে আসে দুরন্ত এক কিশোরের পড়ালেখার জন্য সংগ্রামের কাহিনী।

ইমন জানান, খুলনার তেরখাদা থানার আটলিয়া গ্রামে তাঁদের বাড়ি। তাঁর বাবার নাম আবদুল হালিম সরদার। তাঁদের সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকত। তিনবেলা খাবারও জুটত না। ১৯৯৮ সালের বন্যায় সংসারে অভাব আরও জেঁকে বসে। অভাবের তাড়নায় তিনি বাড়ি ছাড়েন।

প্রথমে তিনি চলে আসেন গোপালগঞ্জ শহরে। সেখান থেকে বাসে করে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় এসে উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরতে ঘুরতে তিনি হোটেল সোনারগাঁও এলাকায় চলে আসেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে তিনি বাড়ি ফেরার জন্য কান্নাকাটি শুরু করেন। এ অবস্থায় সেখানে ছুটে যান ওই এলাকায় দায়িত্ব পালনরত ট্রাফিক পুলিশ কনস্টেবল লেবু মুন্সি। লেবু মুন্সি সব কথা শুনে তাঁকে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ব্যারাকে নিয়ে যান।

রাজারবাগ পুলিশ মেসে ইমনকে কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যদের প্রতিদিন খাবার পৌঁছে দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ। এর বিনিময়ে পুলিশ সদস্যদের সামান্য বকশিশ মিলত। এ ছাড়া

নারীমঞ্চ
407
বিবিধ
বাংলা না এলে
এ পর্যন্ত পড়েছেন
৩৮৩৮০৯
জন পাঠক
বিজ্ঞাপনের
জন্য যোগাযোগ করুন
SYDNEY PHONE CARD.COM.AU

খাবারও পেতেন তিনি। এভাবে দুই বছর কেটে যায়। কিন্তু এরই মধ্যে পুলিশ সদস্যরা আবিষ্কার করেন ইমনের পড়াশোনার প্রতি প্রবল আগ্রহ। তাঁরা ইমনকে ২০০০ সালে রাজারবাগ পুলিশ লাইন স্কুল ও কলেজে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ান। ওই পরীক্ষায় তিনি প্রথম হন।

ইমনের ওই ফলাফলের পর পুলিশ সদস্যরা তাঁকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। কনস্টেবল আবদুল আওয়াল ও কনস্টেবল আকবর তাঁকে ভর্তির টাকা দেন। সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আবু বকর সিদ্দিক তাঁকে নিয়মিত টাকা পয়সা দিয়ে সহযোগিতা করতে থাকেন। ইমনের মেধা দেখে স্কুলের বেতন ও অন্যান্য খরচ মওকুফ করে দেন অধ্যক্ষ মো. লিয়াকত আলী। ২০০৫ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ব্যবসায় শিক্ষা শাখা থেকে ইমন জিপিএ-৪.৯৪ পান। এরপর তিনি নটর ডেম কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকেই তিনি এ বছর এইচএসসি পাস করেছেন।

ইমন আরও জানান, এসএসসি পর্যন্ত তিনি পুলিশ ব্যারাকের মেসে কাজ করেছেন। রাতে ব্যারাকের বারান্দায় বা রান্নাঘরে তিনি ঘুমিয়েছেন। সেখানেই চলেছে পড়ালেখা। এসএসসিতে ভালো ফল করায় পুলিশ সদস্যদের নজরে আসেন তিনি। তখন তাঁকে পুলিশ লাইনের ওয়ার্কশপ ব্যারাকের তিনতলায় চিলেকোঠায় থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। সেখানে থেকেই নটর ডেমে পড়াশোনার কাজ চালিয়েছেন তিনি। এসএসসির ফল প্রকাশ হওয়ার পর তিনি আবার বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগও শুরু করেন। কিন্তু তাঁদের সংসারের অভাব ঘোচেনি এখনো।

ইমনের স্বপ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসনে উচ্চশিক্ষা নেওয়া। কিন্তু এ জন্য তাঁর প্রয়োজন অর্থ। পুলিশ পরিদর্শক শহীদ শোকরানাসহ রাজারবাগ পুলিশ লাইনের পুলিশ সদস্যরা ইমনের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সমাজের বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘ইমনের দৃঢ় মনোবল দেখে অনেকের শিক্ষা নেওয়ার আছে। সহযোগিতা পেলে এই ইমনই একদিন দেশের জন্য কিছু করে দেখাতে পারবেন বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।’

+ সংবাদ শিরোনাম | প্রিন্ট করুন | ? বাংলা না এলে

Home | About Us | Feedback | Contact
Best viewed at 1024 x 768 pixels and IE 5.5 & 6

Editor : Matiur Rahman, Published by : Mahfuz Anam, 52 Motijheel C/A , Dhaka-1000.
News, Editorial and Commercial Office: CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue, Karwan Bazar, Dhaka-1215.
Phone: (PABX) 8802-8110081, 8802-8115307-10, Fax: 8802-9130496, E-mail : info@prothom-alo.com

Copyright 2005, All rights reserved by **Prothom-Alo.com**
Concept & Design by JITU